প্রথম আলো

25 AUG 2026

পশ্চিমের বিয়ের সাজ 'বাংলাদেশি গাউনে'

অন্য খবর

বাংলাদেশ থেকে ৩৭টি দেশে যাচ্ছে গাউন। দাম ৫০০ থেকে দেড় হাজার ডলার। লক্ষ্য, মধ্যম শ্রেণির ক্রেতা।

ইয়াহইয়া নকিব, *নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে*

ধবধবে সাদা কাপড়ে নিখুঁতভাবে বিভিন্ন ধরনের পুঁতি, পাথর, লেস ও জরি বসাচ্ছেন কেউ কেউ। কেউবা খালি হাতে সুই-সুতার কাজ করছেন। নেওয়া হচ্ছে যন্ত্রের সহযোগিতাও। বিশেষ করে কাপড় কাটা ও সেলাইয়ের কাজে। এভাবে একেকটি পোশাক তৈরি হতে সময় লাগছে ৯ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

বোঝাই যাচ্ছে, এটি সাধারণ কোনো পোশাক নয়; বিশেষ দিনে বিশেষ আয়োজনে পরার জন্য।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ইউবিএফ ব্রাইডাল কারখানায় বিয়ের সাদা গাউন তৈরির কাজ করছেন শ্রমিকেরা। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেডে। ছবি : প্রথম আলো

ইউরোপ-আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোয় বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ—কনের সাদা গাউন। কারুকাজখচিত লম্বা এই গাউনই তৈরি হচ্ছে এখন বাংলাদেশে। 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেখা এসব গাউন পরেই পশ্চিমের কনেরা বসছেন 'বিয়ের পিঁড়ি'তে। নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেডে ইউবিএফ ব্রাইডাল নামের কারখানায় ১৫ আগস্ট গিয়ে দেখা গেল, গাউন তৈরির কর্মযজ্ঞ।

এসব গাউন চলে যাচ্ছে জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের প্রায় ৩৭টি দেশে। কারখানাটিতে নানা ধরনের নকশা করা বিয়ের গাউনের পাশাপাশি সাটিন ও লেসের পোশাক, বিয়ের ঘোমটা (ভেইল), বোলেরো (একধরনের জ্যাকেট), গয়না ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। এসবেরও গন্তব্য পশ্চিমা দেশগুলো।

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫২ লাখ ৭০ হাজার ডলারের বিয়ের গাউন রপ্তানি করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ৮০ থেকে ৯০ লাখ ডলারের উন্নীত করতে চায় তারা। ইউবিএফ ব্রাইডালের যাত্রা শুরু ২০১৯ সালে, টঙ্গীতে। পরে ২০২২ সালে এটিকে আদমজী ইপিজেডে স্থানান্তর করা হয়। কারখানাটিতে বিনিয়োগ এসেছে জার্মানি থেকে।

প্রথম দিকে বিশেষায়িত এ কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যেত না, উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) মো. রবিউল হক সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা শুরুতে কর্মীদের ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দিই। এরপর তাদের কাজ দেওয়া হয়। এভাবে শ্রমিকের চাহিদা মেটানো হয়।'

আরও বিনিয়োগের চিন্তা

ইউবিএফ ব্রাইডালের কর্মীদের বেশির ভাগই নারী। পাঁচতলা ভবনে অবস্থিত এ কারখানায় একসময় মাত্র একটি উৎপাদন লাইন (প্রোডাকশন লাইন) ছিল। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৮। প্রতি লাইনে কাজ করেন ২৩ জন শ্রমিক। এ ছাড়া কাটিং, মান যাচাই ও প্যাকেজিংয়ে কাজ আলাদাভাবে হয়।

ইউবিএফ ব্রাইডালের সিওও রবিউল হক সিদ্দিকী বলেন, আরও ৬ মিলিয়ন ডলারের মতো বিনিয়োগ করতে চান। নকশার জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিয়ের পোশাকের বাজার কত

বৈশ্বিক বাজার পর্যবেক্ষণকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের জুলাই মাসের তথ্য অনুসারে, চলতি বছর (২০২৬) বিশ্বজুড়ে বিয়ের পোশাকের বাজারের আকার হবে ৯২ বিলিয়ন ডলার। ২০৩০ সালের মধ্যে এ বাজারের আকার ১০৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, এমন পূর্বাভাস সংস্থাটির। বিলাসবহুল বিয়ের পোশাকের

বাংলাদেশ থেকে ৩৭টি দেশে যাচ্ছে গাউন। দাম ৫০০ থেকে দেড় হাজার ডলার। লক্ষ্য, মধ্যম শ্রেণির ক্রেতা।

ইয়াহইয়া নকিব, *নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে*

ধবধবে সাদা কাপড়ে নিখুঁতভাবে বিভিন্ন ধরনের পুঁতি, পাথর, লেস ও জরি বসাচ্ছেন কেউ কেউ। কেউবা খালি হাতে সুই-সুতার কাজ করছেন। নেওয়া হচ্ছে যন্ত্রের সহযোগিতাও। বিশেষ করে কাপড় কাটা ও সেলাইয়ের কাজে। এভাবে একেকটি পোশাক তৈরি হতে সময় লাগছে ৯ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।

বোঝাই যাচ্ছে, এটি সাধারণ কোনো পোশাক নয়; বিশেষ দিনে বিশেষ আয়োজনে পরার জন্য।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ইউবিএফ ব্রাইডাল কারখানায় বিয়ের সাদা গাউন তৈরির কাজ করছেন শ্রমিকেরা। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেডে। ছবি : প্রথম আলো

ইউরোপ-আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোয় বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ—কনের সাদা গাউন। কারুকাজখচিত লম্বা এই গাউনই তৈরি হচ্ছে এখন বাংলাদেশে। 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেখা এসব গাউন পরেই পশ্চিমের কনেরা বসছেন 'বিয়ের পিঁড়ি'তে। নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেডে ইউবিএফ ব্রাইডাল নামের কারখানায় ১৫ আগস্ট গিয়ে দেখা গেল, গাউন তৈরির কর্মযজ্ঞ।

এসব গাউন চলে যাচ্ছে জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের প্রায় ৩৭টি দেশে। কারখানাটিতে নানা ধরনের নকশা করা বিয়ের গাউনের পাশাপাশি সাটিন ও লেসের পোশাক, বিয়ের ঘোমটা (ভেইল), বোলেরো (একধরনের জ্যাকেট), গয়না ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। এসবেরও গন্তব্য পশ্চিমা দেশগুলো।

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫২ লাখ ৭০ হাজার ডলারের বিয়ের গাউন রপ্তানি করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ৮০ থেকে ৯০ লাখ ডলারের উন্নীত করতে চায় তারা। ইউবিএফ ব্রাইডালের যাত্রা শুরু ২০১৯ সালে, টঙ্গীতে। পরে ২০২২ সালে এটিকে আদমজী ইপিজেডে স্থানান্তর করা হয়। কারখানাটিতে বিনিয়োগ এসেছে জার্মানি থেকে।

প্রথম দিকে বিশেষায়িত এ কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যেত না, উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) মো. রবিউল হক সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা শুরুতে কর্মীদের ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দিই। এরপর তাদের কাজ দেওয়া হয়। এভাবে শ্রমিকের চাহিদা মেটানো হয়।'

আরও বিনিয়োগের চিন্তা

ইউবিএফ ব্রাইডালের কর্মীদের বেশির ভাগই নারী। পাঁচতলা ভবনে অবস্থিত এ কারখানায় একসময় মাত্র একটি উৎপাদন লাইন (প্রোডাকশন লাইন) ছিল। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৮। প্রতি লাইনে কাজ করেন ২৩ জন শ্রমিক। এ ছাড়া কাটিং, মান যাচাই ও প্যাকেজিংয়ে কাজ আলাদাভাবে হয়।

ইউবিএফ ব্রাইডালের সিওও রবিউল হক সিদ্দিকী বলেন, আরও ৬ মিলিয়ন ডলারের মতো বিনিয়োগ করতে চান। নকশার জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিয়ের পোশাকের বাজার কত

বৈশ্বিক বাজার পর্যবেক্ষণকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের জুলাই মাসের তথ্য অনুসারে, চলতি বছর (২০২৬) বিশ্বজুড়ে বিয়ের পোশাকের বাজারের আকার হবে ৯২ বিলিয়ন ডলার। ২০৩০ সালের মধ্যে এ বাজারের আকার ১০৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, এমন পূর্বাভাস সংস্থাটির। বিলাসবহুল বিয়ের পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাজারের আকার বছরে সাড়ে ১৩ শতাংশ হারে বাড়বে বলে মনে করছে ভিউ রিসার্চ।

শীতলক্ষ্যা নদীর পারে ২৯২ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে আদমজী ইপিজেড। যেখানে রয়েছে ২৭৬টি শিল্প প্লট। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়েছে ৮৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর রপ্তানি হয়েছে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। তবে সেখানে বিয়ের গাউন তৈরি হয় শুধু ইউবিএফ ব্রাইডালে। তাদের ভাষ্য, এটি দেশের প্রথম গাউন তৈরির কারখানা।

ইউবিএফ ব্রাইডালের পথ ধরে পরে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাজারে বিয়ের পোশাক ও গয়না রপ্তানি শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আশা, এ বাজার ধীরে ধীরে বড় হবে।

ঢাকা।

বণিক বার্তা
25 AUG 2026

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে দেশীয় বায়োটেকনোলজি ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের সম্ভাবনা

জাতিসংঘ চূড়ান্ত অনুমোদন দিলে চলতি বছর এলডিসি উত্তরণ করব আমরা। সরকার যদিও তা তিন বছর পেছানোর আবেদন করেছে এবং জাতিসংঘও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তবে একসময় আমাদের এলডিসি উত্তরণ করতেই হবে। এর আগে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উৎপাদনশীলতাকে রফতানির মাধ্যমে বহুমুখী করা জরুরি। এক্ষেত্রে দেশীয় বায়োটেকনোলজি ও ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের বাণিজ্য সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। খাত দুটো দেশের বিকাশমান শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর। তাই এ দুই খাতের জন্য কাঙ্ক্ষিত বাজার খোঁজার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে। তুলনামূলক বিচারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একক বাজার এ দুই শিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার চুক্তি বা 'ট্রিপস'-এর আওতায় এলডিসি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ওষুধ খাতে পেটেন্ট ছাড়ের এক বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছে। এ সুবিধার ফলেই দেশের ফার্মা খাত বিশ্বমানের ওষুধ আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে স্থানীয় জনগণকে দিতে পেরেছে এবং বিশ্ববাজারে নিজেদের স্থান তৈরি করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের মোট ব্যবহৃত ওষুধের প্রায় ৯৮ শতাংশই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় এবং আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে ওষুধ রফতানি করছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এলডিসি উত্তরণের পর এ পেটেন্ট ছাড়ের মেয়াদ বা বিশেষ সুবিধা আর কার্যকর না থাকলে ফার্মা ও লাইফ সায়েন্স খাতের বাণিজ্যিক রূপরেখা কেমন হবে? ইইউর মতো সংবেদনশীল ও নিয়মকানুনভিত্তিক বাজারে আমরা কি সেই নতুন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত?

ট্রিপস নমনীয়তা উঠে যাওয়ার সরাসরি অর্থ হলো, নতুন মূল অণু (স্মল মলিকিউল ড্রাগস) বা বায়োলজিকসের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইন শতভাগ মেনে চলতে হবে। পেটেন্টপ্রাপ্ত কোনো জীবনরক্ষাকারী ওষুধ বা বায়ো-সিমিলার বিশ্ববাজার থেকে সরাসরি কপি করে আগের মতো স্বল্পমূল্যে উৎপাদন ও বাজারজাত করা আইনগতভাবে আর সম্ভব হবে না। অন্যদিকে এলডিসি উত্তরণের পর ইইউ বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ধরে রাখতে বাংলাদেশকে 'জিএসপি প্লাস' সুবিধার জন্য দরকষাকষি করতে হবে। তবে জিএসপি প্লাস বাণিজ্য শুল্কে ছাড় দিলেও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বা পেটেন্ট আইনের কঠোর বাধ্যবাধকতা শিথিল করে না।

ফলে নতুন ও উচ্চমানের ক্যান্সার প্রতিরোধী ওষুধ, অটো-ইমিউন ডিজিজের চিকিৎসাসামগ্রী, মেটাবলিক ডিজঅর্ডার কিংবা হৃদরোগের আধুনিক জৈব ওষুধের ওপর আমদানিনির্ভরতা বা পেটেন্ট ফি দেয়ার কারণে স্থানীয় বাজারে দাম বহুগুণ বাড়বে। একই সময়ে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার্ড জেনেরিক পণ্য নিয়ে ইউরোপে সরাসরি রফতানির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। বৈশ্বিক ওষুধ শিল্প এখন কেমিক্যালভিত্তিক সিন্থেটিক ওষুধ থেকে দ্রুত স্থানান্তরিত হচ্ছে 'বায়োফার্মাসিউটিক্যালস' বা জিন ও অণুজীবভিত্তিক বায়োলজিকসের দিকে। ভ্যাকসিন, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, রিকম্বিন্যান্ট প্রোটিন এবং জিন থেরাপিই হলো বিশ্ব চিকিৎসার নতুন ভবিষ্যৎ। তাই ট্রিপস-পরবর্তী বাস্তবতায় ইইউ বাজারে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশকে অতি দ্রুত 'জেনেরিক রিভার্স-ইঞ্জিনিয়ারিং' মডেল থেকে বেরিয়ে নিজস্ব প্রযুক্তি ও 'হোমগ্রোন' উদ্ভাবনী মডেলে প্রবেশ করতেই হবে।

ফার্মাসিউটিক্যালস ও বায়োটেক খাতে সম্ভাব্য এ বাণিজ্য ধাক্কা সামলানো এবং ইইউ ব্লকে শক্তিশালী বিকল্প তৈরির [illegible] দেশীয় বায়োটেকনোলজি এবং বাইরে গিয়ে এক নতুন 'বায়ো-ইকোনমিক সার্বভৌমত্ব' ও ইউরোপের বাজারে নতুন স্থান দিতে পারে।

আমাদের বুঝতে হবে, লাইফ সায়েন্স শিল্পে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অর্থ শুধু মানুষের ওষুধ তৈরি করা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতও। বর্তমানে আমাদের পোলট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খাতের চাহিদা মেটাতে বার্ষিক হাজার হাজার কোটি টাকার পশুখাদ্য অ্যাডিটিভস, এনজাইম ও অ্যানিমেল ভ্যাকসিন আমদানি করতে হয়। এর বিশাল অংশ কেমিক্যাল বা পেটেন্টেড প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যদি আমরা ফারমেন্টেশন প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রয়োগ বাড়িয়ে দেশীয় অণুজীবভিত্তিক প্রোবায়োটিকস, এগ্রো-ভিটামিন ও স্থানীয় জীবাণুর স্ট্রেইন ব্যবহার করে পশুচিকিৎসা ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে পারি, তবে একদিকে যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন ঘটবে, অন্যদিকে কৃষি শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ হবে। তখন ইইউর কঠোর অর্গানিক মানদণ্ড মেনে বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্য রফতানির সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশকে ফার্মা জেনেরিক হাব থেকে 'বায়োটেক ইনোভেশন হাব'-এ রূপান্তর করতে হলে আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি এবং বায়োইনফরমেটিকস বিভাগে উচ্চমানের গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত অনেক ফলপ্রসূ উদ্ভাবন শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়; তা বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডিং বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপোর্ট পায় না।

বিশ্বের যেকোনো দেশে বায়ো-টেকনোলজিভিত্তিক শিল্প বৈপ্লবিক উন্নতি করেছে একাডেমিয়ার সঙ্গে শিল্পসংযুক্তি। আমাদের স্থানীয় ফার্মা কোম্পানিগুলোকে এখন যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বায়ো-গবেষণায় বিশেষ তহবিল বা 'আরঅ্যান্ডডি' স্পন্সরশিপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে ইউরোপিয়ান মেডিসিন্স এজেন্সির (ইএমএ) মানদণ্ড মেনে উৎপাদন প্রক্রিয়া সাজাতে ইউরোপীয় বায়োটেক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর জোরদার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় 'বায়ো-ইনকিউবেশন সেন্টার' ও টেস্ট বায়োরিয়্যাক্টর স্কেল-আপ ফ্যাসিলিটি তৈরি করা প্রয়োজন। তাতে মেধাবী তরুণরা সরাসরি 'বায়ো-উদ্যোক্তা' হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী পণ্য রূপান্তর করতে পারেন।

এলডিসি-পরবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারকদের এখনই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেয়া দরকার। ওষুধ ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তি খাতের জন্য একটি দূরদর্শী 'জাতীয় বায়োম্যানুফ্যাকচারিং পলিসি' প্রণয়ন করতে হবে। গবেষণাগার থেকে পণ্য বাজারে আনার মধ্যবর্তী পথকে সহজ করতে সরকার ও বেসরকারি খাতের যৌথ অর্থায়নে একটি বিশেষ 'ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ড' গঠন জরুরি। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বায়োলজিকস, ভ্যাকসিন এবং বায়ো-সিমিলারের দ্রুত অনুমোদন ও বৈশ্বিক মান নিশ্চিত করতে আমাদের ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের নীতি ও কারিগরি সক্ষমতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পাশাপাশি ইউরোপিয়ান মেডিসিন্স এজেন্সির মানদণ্ডে উন্নীত করতে হবে।

যেসব ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়োটেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশীয় কাঁচামাল ও অণুজীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'হোমগ্রোন' ভ্যাকসিন, এনজাইম কিংবা এপিআই তৈরিতে বিনিয়োগ করবে, তাদের আগামী অন্তত ১০ বছরের জন্য কর মওকুফ ও কাঁচামাল আমদানিতে বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়া উচিত।

২০২৬ সালের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন কেবল একটি চ্যালেঞ্জের বার্তা নয়, বরং এটি আমাদের শিল্প খাতকে পুনর্গঠন করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ। ট্রিপ্‌স নমনীয়তা চলে যাওয়া আমাদের দেশীয় লাইফ সায়েন্স শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে স্বাবলম্বী করার এবং ইউরোপের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের টেকসই ভাবমূর্তি তৈরির জন্য একটি প্রয়োজনীয় উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে। মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োটেকনোলজি প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা যদি এখন থেকেই যৌথ

সরকার যদিও তা তিন বছর পেছানোর আবেদন করেছে এবং জাতিসংঘও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তবে একসময় আমাদের এলডিসি উত্তরণ করতেই হবে। এর আগে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উৎপাদনশীলতাকে রফতানির মাধ্যমে বহুমুখী করা জরুরি। এক্ষেত্রে দেশীয় বায়োটেকনোলজি ও ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের বাণিজ্য সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। খাত দুটো দেশের বিকাশমান শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর। তাই এ দুই খাতের জন্য কাঙ্ক্ষিত বাজার খোঁজার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে। তুলনামূলক বিচারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একক বাজার এ দুই শিল্পের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার চুক্তি বা 'ট্রিপস'-এর আওতায় এলডিসি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ওষুধ খাতে পেটেন্ট ছাড়ের এক বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছে। এ সুবিধার ফলেই দেশের ফার্মা খাত বিশ্বমানের ওষুধ আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে স্থানীয় জনগণকে দিতে পেরেছে এবং বিশ্ববাজারে নিজেদের স্থান তৈরি করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের মোট ব্যবহৃত ওষুধের প্রায় ৯৮ শতাংশই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় এবং আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে ওষুধ রফতানি করছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এলডিসি উত্তরণের পর এ পেটেন্ট ছাড়ের মেয়াদ বা বিশেষ সুবিধা আর কার্যকর না থাকলে ফার্মা ও লাইফ সায়েন্স খাতের বাণিজ্যিক রূপরেখা কেমন হবে? ইইউর মতো সংবেদনশীল ও নিয়মকানুনভিত্তিক বাজারে আমরা কি সেই নতুন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত?

ট্রিপস নমনীয়তা উঠে যাওয়ার সরাসরি অর্থ হলো, নতুন মূল অণু (স্মল মলিকিউল ড্রাগস) বা বায়োলজিকসের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইন শতভাগ মেনে চলতে হবে। পেটেন্টপ্রাপ্ত কোনো জীবনরক্ষাকারী ওষুধ বা বায়ো-সিমিলার বিশ্ববাজার থেকে সরাসরি কপি করে আগের মতো স্বল্পমূল্যে উৎপাদন ও বাজারজাত করা আইনগতভাবে আর সম্ভব হবে না। অন্যদিকে এলডিসি উত্তরণের পর ইইউ বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ধরে রাখতে বাংলাদেশকে 'জিএসপি প্লাস' সুবিধার জন্য দরকষাকষি করতে হবে। তবে জিএসপি প্লাস বাণিজ্য শুল্কে ছাড় দিলেও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বা পেটেন্ট আইনের কঠোর বাধ্যবাধকতা শিথিল করে না।

ফলে নতুন ও উচ্চমানের ক্যান্সার প্রতিরোধী ওষুধ, অটো-ইমিউন ডিজিজের চিকিৎসাসামগ্রী, মেটাবলিক ডিজঅর্ডার কিংবা হৃদরোগের আধুনিক জৈব ওষুধের ওপর আমদানিনির্ভরতা বা পেটেন্ট ফি দেয়ার কারণে স্থানীয় বাজারে দাম বহুগুণ বাড়বে। একই সময়ে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার্ড জেনেরিক পণ্য নিয়ে ইউরোপে সরাসরি রফতানির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। বৈশ্বিক ওষুধ শিল্প এখন কেমিক্যালভিত্তিক সিন্থেটিক ওষুধ থেকে দ্রুত স্থানান্তরিত হচ্ছে 'বায়োফার্মাসিউটিক্যালস' বা জিন ও অণুজীবভিত্তিক বায়োলজিকসের দিকে। ভ্যাকসিন, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, রিকম্বিন্যান্ট প্রোটিন এবং জিন থেরাপিই হলো বিশ্ব চিকিৎসার নতুন ভবিষ্যৎ। তাই ট্রিপস-পরবর্তী বাস্তবতায় ইইউ বাজারে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশকে অতি দ্রুত 'জেনেরিক রিভার্স-ইঞ্জিনিয়ারিং' মডেল থেকে বেরিয়ে নিজস্ব প্রযুক্তি ও 'হোমগ্রোন' উদ্ভাবনী মডেলে প্রবেশ করতেই হবে।

ফার্মাসিউটিক্যালস ও বায়োটেক খাতে সম্ভাব্য এ বাণিজ্য ধাক্কা সামলানো এবং ইইউ ব্লকে শক্তিশালী বিকল্প তৈরির মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে দেশীয় বায়োটেকনোলজি এবং অণুজীব প্রযুক্তির শিল্পায়নের মধ্যে। ইউরোপের নিজস্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসার ব্যয় কমাতে তারা এখন সাশ্রয়ী অথচ উচ্চমানের 'বায়ো-সিমিলার' ও অ্যাক্টিভ ফার্মা ইনগ্রেডিয়েন্টের (এপিআই) সন্ধান করছে। পেটেন্ট জটিলতার অধিকাংশ সুযোগ তৈরি হয় বহুজাতিক কেমিক্যাল স্ট্রাকচার ও মলিকিউলের ক্ষেত্রে। কিন্তু দেশীয় অণুজীবের বৈচিত্র্য ব্যবহার করে গাঁজন ও বায়োপ্রসেস প্রযুক্তির মাধ্যমে যে ভ্যাকসিন, এনজাইম, বায়ো-সিমিলার, কাঁচামাল কিংবা প্রোবায়োটিক তৈরি করা সম্ভব, তা আমাদের সরাসরি পেটেন্ট সীমাবদ্ধতার নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতও। বর্তমানে আমাদের পোলট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খাতের চাহিদা মেটাতে বার্ষিক হাজার হাজার কোটি টাকার পশুখাদ্য অ্যাডিটিভস, এনজাইম ও অ্যানিমেল ভ্যাকসিন আমদানি করতে হয়। এর বিশাল অংশ কেমিক্যাল বা পেটেন্টেড প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যদি আমরা ফারমেন্টেশন প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রয়োগ বাড়িয়ে দেশীয় অণুজীবভিত্তিক প্রোবায়োটিকস, এগ্রো-ভিটামিন ও স্থানীয় জীবাণুর স্ট্রেইন ব্যবহার করে পশুচিকিৎসা ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে পারি, তবে একদিকে যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন ঘটবে, অন্যদিকে কৃষি শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ হবে। তখন ইইউর কঠোর অর্গানিক মানদণ্ড মেনে বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্য রফতানির সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশকে ফার্মা জেনেরিক হাব থেকে 'বায়োটেক ইনোভেশন হাব'-এ রূপান্তর করতে হলে আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি এবং বায়োইনফরমেটিকস বিভাগে উচ্চমানের গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত অনেক ফলপ্রসূ উদ্ভাবন শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়; তা বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডিং বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপোর্ট পায় না।

বিশ্বের যেকোনো দেশে বায়ো-টেকনোলজিভিত্তিক শিল্প বৈপ্লবিক উন্নতি করেছে একাডেমিয়ার সঙ্গে শিল্পসংযুক্তি। আমাদের স্থানীয় ফার্মা কোম্পানিগুলোকে এখন যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বায়ো-গবেষণায় বিশেষ তহবিল বা 'আরঅ্যান্ডডি' স্পন্সরশিপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে ইউরোপিয়ান মেডিসিন্স এজেন্সির (ইএমএ) মানদণ্ড মেনে উৎপাদন প্রক্রিয়া সাজাতে ইউরোপীয় বায়োটেক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর জোরদার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় 'বায়ো-ইনকিউবেশন সেন্টার' ও টেস্ট বায়োরিয়্যাক্টর স্কেল-আপ ফ্যাসিলিটি তৈরি করা প্রয়োজন। তাতে মেধাবী তরুণরা সরাসরি 'বায়ো-উদ্যোক্তা' হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী পণ্য রূপান্তর করতে পারেন।

এলডিসি-পরবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারকদের এখনই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেয়া দরকার। ওষুধ ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তি খাতের জন্য একটি দূরদর্শী 'জাতীয় বায়োম্যানুফ্যাকচারিং পলিসি' প্রণয়ন করতে হবে। গবেষণাগার থেকে পণ্য বাজারে আনার মধ্যবর্তী পথকে সহজ করতে সরকার ও বেসরকারি খাতের যৌথ অর্থায়নে একটি বিশেষ 'ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ড' গঠন জরুরি। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বায়োলজিকস, ভ্যাকসিন এবং বায়ো-সিমিলারের দ্রুত অনুমোদন ও বৈশ্বিক মান নিশ্চিত করতে আমাদের ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের নীতি ও কারিগরি সক্ষমতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পাশাপাশি ইউরোপিয়ান মেডিসিন্স এজেন্সির মানদণ্ডে উন্নীত করতে হবে।

যেসব ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়োটেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশীয় কাঁচামাল ও অণুজীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'হোমগ্রোন' ভ্যাকসিন, এনজাইম কিংবা এপিআই তৈরিতে বিনিয়োগ করবে, তাদের আগামী অন্তত ১০ বছরের জন্য কর মওকুফ ও কাঁচামাল আমদানিতে বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়া উচিত।

২০২৬ সালের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন কেবল একটি চ্যালেঞ্জের বার্তা নয়, বরং এটি আমাদের শিল্প খাতকে পুনর্গঠন করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ। ট্রিপস নমনীয়তা চলে যাওয়া আমাদের দেশীয় লাইফ সায়েন্স শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে স্বাবলম্বী করার এবং ইউরোপের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের টেকসই ভাবমূর্তি তৈরির জন্য একটি প্রয়োজনীয় উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে। মাইক্রোবায়োলজি ও বায়োটেকনোলজি প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা যদি এখন থেকেই যৌথ গবেষণা, বাণিজ্যিক রূপান্তর, ইইউ রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের সঙ্গে সমন্বয় এবং নীতিগত সহায়তা জোরদার করি, তবে ট্রিপস-পরবর্তী যুগে বাংলাদেশ কেবল তার ওষুধ খাতের আত্মনির্ভরশীলতাই ধরে রাখবে না; বরং এশিয়ার অন্যতম উদীয়মান বায়ো-ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে ইউরোপসহ বিশ্ববাজারে এক নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে।

ড. মো. ফকরুদ্দিন : সহযোগী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

বণিক বার্তা
25 AUG 2026

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের বৈঠক

সীমান্ত হাট চালু ও সুতা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো জোরদার করতে বেশকিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ও ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বন্ধ থাকা সীমান্ত হাটগুলো পুনরায় চালু, স্থলবন্দরগুলোকে পূর্ণ সক্ষমতায় কার্যকর করা ও স্থলপথে সুতা আমদানির ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

সচিবালয়ে গতকাল বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠকে এসব বিষয় উঠে আসে। এ সময় দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা দূর করা, যৌথ বিনিয়োগ ও দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১৩ বিলিয়ন (১ কোটি ৩০ লাখ) ডলারের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য রয়েছে। তবে গত দেড় বছরে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ায় এ কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি এসেছে। এসব সমস্যা চিহ্নিত করে কীভাবে ভবিষ্যতে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ককে আরো সহজ ও কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'চীনের পর ভারত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে বৈঠকে স্থলবন্দরগুলো পূর্ণ সক্ষমতায় চালু, বন্ধ সীমান্ত হাট পুনরায় চালু ও স্থলপথে সুতা আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে।'

বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠন এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়েও প্রস্তাব এসেছে। এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্যে গতি আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বৈঠকে ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও সাধারণ মানুষ চায় উন্নয়ন ও অগ্রগতি। বিশেষত তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

বাংলাদেশ-ভারত দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কেউ বড় বা ছোট নয়, সবাই সমান। এ সমতার ভিত্তিতেই দুই দেশকে কাজ করে যেতে হবে।'

দীনেশ ত্রিবেদী আরো বলেন, 'দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।'

ভারতীয় হাইকমিশনার যৌথ বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সফল। এ খাতে ভারত জিপার, মেশিনারি, বোতামসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারে। এতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা আরো বাড়বে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
25 AUG 2026

ATION FRAGILE, STRUCTURAL WEAKNESSES PERSIST

Economic recovery may linger

Investment, employment, growth to slow: CPD

CPD makes such observation in assessment of govt's first six months in power

Takeaways from assessment report

- Negative trends continue to outweigh some improvements
- Economic scorecard covers 31 indicators: 12 improve, 19 deteriorate
- External sector presents mixed picture: export growth turns positive, improving from negative 3.2pc to 3.5pc, forex reserves increase from $30.1b to $32.3b
- Remittance growth slows from 21.4pc to 11.8pc, monthly overseas employments fall from 95,521 to 51,235

Dos suggested for govt

- Make a 'core budget' covering Oct 2026 to June 2027, based on real-time data, credible fiscal framework
- Undertake integrated reform package covering banking, energy security, NBR reform, public expenditure, ADP rationalisation, logistics, digitisation, pay commission

FE REPORT

Bangladesh's economic recovery is likely to linger as stabilisation remains fragile and structural weaknesses continue to weigh on investment, employment and growth, says CPD regarding performance of this government in first six months.

Presenting its assessment Monday at a media dialogue in its office in Dhaka, Centre for Policy Dialogue (CPD) Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya said the economy made some progress, particularly in containing inflation, but negative trends continued to outweigh improvements.

"The change required is structural, not about people only," he said, stressing the need for stronger institutions, better coordination and a comprehensive reform programme.

The policy think-tank reviewed 362 concrete government actions across nine areas, including governance, public finance, industry and trade, banking, energy and transport, agriculture, education, health and social protection. The assessment considered only measures that had translated into action, excluding announcements and pledges yet to be implemented.

Its economic scorecard covered 31 indicators, of which 12 improved while 19 deteriorated.

Inflation was among the few clear areas of improvement, with headline inflation falling to 8.3 per cent in July from 9.1 per cent in February, while food inflation declined from 9.3 per cent to 7.2 per cent. However, real wage growth remained negative and essential commodity prices stayed high.

The external sector presented a mixed picture. Export growth turned positive, improving from a negative 3.2 per cent to 3.5 per cent, while foreign-exchange reserves increased from $30.1 billion to $32.3 billion. However, remittance growth slowed from 21.4 per cent to 11.8 per cent, and average monthly overseas employment fell sharply from 95,521 to 51,235.

The trade deficit widened to $10.4 billion from $6.7 billion, while the current account swung from a $1.3-billion surplus to a $0.6-billion deficit. The overall balance-of-payments surplus also narrowed from $4.6 billion to $3.2 billion.

Industrial activity remained particularly weak. Growth in the general Index of Industrial Production fell from 3.4 per cent to zero, while manufacturing output growth also

| SEE PAGE 7 COL 1

UNITED FINANCE AAA The Highest Credit Rating. 16354

| FROM PAGE 1 COL 6

dropped from 3.5 per cent to zero. Net FDI inflow declined to $594 million from $662 million, and private-sector credit growth slowed to 4.5 per cent from 6 per cent.

The fiscal situation emerged as one of the biggest challenges. Total tax growth fell from 12.3 per cent to 4.9 per cent, while NBR revenue growth declined from 12.4 per cent to 11.1 per cent. The CPD estimates that the FY2026 revenue shortfall could approach Tk 1.0 trillion, or about 17 per cent of the annual target.

For FY2027, the government has set a revenue target of Tk 6.95 trillion, requiring around 42-percent growth. CPD says a shortfall of Tk 1.30-1.40 trillion, equivalent to around 19-20 per cent of the target, should be anticipated.

Dr Bhattacharya warns that the revenue shortfall would put pressure on public spending. Given the government's commitment to keeping the

Dr Bhattacharya said the absence of a documented baseline of the inherited economy and the failure to produce a promised second White Paper also made it difficult to assess the government's progress and establish accountability.

He criticised what he described as a lack of political courage in key institutional reforms, including the separation of policy and administration at the National Board of Revenue, the restructuring of the Financial Institutions Division and decisions over a new pay scale.

He also warns against the "politicisation" of public institutions, saying that political appointments could weaken institutions responsible for formulating, enforcing and monitoring laws.

The CPD has listed several positive steps, including the withdrawal of MPs' duty-free vehicle entitlement, austerity measures, reforms in the Bangladesh Public Service

framework has envisaged recovery and stabilisation as a one-year phase, but the economic data suggest that the recovery would extend beyond that timeframe.

GDP growth declined for three consecutive quarters, from 4.96 per cent in Q1 FY2026 to 3.03 per cent in Q2 and 2.22 per cent in Q3. Industry slipped into negative growth in Q3.

The think-tank has attributed the slow recovery to the absence of a coordinated reform package, a weakened fiscal framework, external shocks, political-economy pressures, persistent law-and-order problems and limited improvement in institutional capacity. To manage the prolonged adjustment, the CPD recommends a "core budget" covering October 2026 to June 2027, based on real-time data and a credible fiscal framework.

It also called for an integrated reform package covering banking, energy security, NBR reform, public expenditure, ADP

ঢাকা।

CPD makes such observation in assessment of govt's first six months in power

- Negative trends continue to outweigh some improvements
- Economic scorecard covers 31 indicators: 12 improve, 19 deteriorate
- External sector presents mixed picture: export growth turns positive, improving from negative 3.2pc to 3.5pc, forex reserves increase from $30.1b to $32.3b
- Remittance growth slows from 21.4pc to 11.8pc, monthly overseas employments fall from 95,521 to 51,235

Dos suggested for govt

- Make a 'core budget' covering Oct 2026 to June 2027, based on real-time data, credible fiscal framework
- Undertake integrated reform package covering banking, energy security, NBR reform, public expenditure, ADP rationalisation, logistics, digitisation, pay commission

FE REPORT

Bangladesh's economic recovery is likely to linger as stabilisation remains fragile and structural weaknesses continue to weigh on investment, employment and growth, says CPD regarding performance of this government in first six months.

Presenting its assessment Monday at a media dialogue in its office in Dhaka, Centre for Policy Dialogue (CPD) Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya said the economy made some progress, particularly in containing inflation, but negative trends continued to outweigh improvements.

"The change required is structural, not about people only," he said, stressing the need for stronger institutions, better coordination and a comprehensive reform programme.

The policy think-tank reviewed 362 concrete government actions across nine areas, including governance, public finance, industry and trade, banking, energy and transport, agriculture, education, health and social protection. The assessment considered only measures that had translated into action, excluding announcements and pledges yet to be implemented.

Its economic scorecard covered 31 indicators, of which 12 improved while 19 deteriorated.

Inflation was among the few clear areas of

| SEE PAGE 7 COL 1

UNITED FINANCE AAA The Highest Credit Rating. 16354

| FROM PAGE 1 COL 6

dropped from 3.5 per cent to zero. Net FDI inflow declined to $594 million from $662 million, and private-sector credit growth slowed to 4.5 per cent from 6 per cent.

The fiscal situation emerged as one of the biggest challenges. Total tax growth fell from 12.3 per cent to 4.9 per cent, while NBR revenue growth declined from 12.4 per cent to 11.1 per cent. The CPD estimates that the FY2026 revenue shortfall could approach Tk 1.0 trillion, or about 17 per cent of the annual target.

For FY2027, the government has set a revenue target of Tk 6.95 trillion, requiring around 42-percent growth. CPD says a shortfall of Tk 1.30-1.40 trillion, equivalent to around 19-20 per cent of the target, should be anticipated.

Dr Bhattacharya warns that the revenue shortfall would put pressure on public spending. Given the government's commitment to keeping the budget deficit within 3.6 per cent of GDP and limited scope to cut non-ADP expenditure, the Annual Development Programme could again bear the brunt of fiscal adjustment.

He has urged the government to protect allocations for education, health and social protection.

The CPD has also identified weaknesses in institutional capacity and coordination as major constraints.

It has noted that the government inherited fragile banks, weak revenue

Dr Bhattacharya said the absence of a documented baseline of the inherited economy and the failure to produce a promised second White Paper also made it difficult to assess the government's progress and establish accountability.

He criticised what he described as a lack of political courage in key institutional reforms, including the separation of policy and administration at the National Board of Revenue, the restructuring of the Financial Institutions Division and decisions over a new pay scale.

He also warns against the "politicisation" of public institutions, saying that political appointments could weaken institutions responsible for formulating, enforcing and monitoring laws.

The CPD has listed several positive steps, including the withdrawal of MPs' duty-free vehicle entitlement, austerity measures, reforms in the Bangladesh Public Service Commission, digitisation of judicial services and consolidation of five troubled Islamic banks.

However, it has also flagged concerns over politically affiliated appointments, continuing extortion and intimidation, 'attacks on minorities', arrest of journalists following critical reporting and threats to freedom of expression.

Turning to the problematic energy sector, it has said prolonged disruptions at the Moheshkhali LNG terminals and

framework has envisaged recovery and stabilisation as a one-year phase, but the economic data suggest that the recovery would extend beyond that timeframe.

GDP growth declined for three consecutive quarters, from 4.96 per cent in Q1 FY2026 to 3.03 per cent in Q2 and 2.22 per cent in Q3. Industry slipped into negative growth in Q3.

The think-tank has attributed the slow recovery to the absence of a coordinated reform package, a weakened fiscal framework, external shocks, political-economy pressures, persistent law-and-order problems and limited improvement in institutional capacity. To manage the prolonged adjustment, the CPD recommends a "core budget" covering October 2026 to June 2027, based on real-time data and a credible fiscal framework.

It also called for an integrated reform package covering banking, energy security, NBR reform, public expenditure, ADP rationalisation, logistics, digitisation and the pay commission.

The CPD has further urged the government to use its September parliamentary statement to place reform plans on pay scales, banking-sector restructuring, power-sector reform and broader institutional reforms before parliament.

"The change required is structural, not about people only," Dr Bhattacharya said, arguing that cabinet architecture, appointment

falling to 8.3 per cent in July from 9.1 per cent in February, while food inflation declined from 9.3 per cent to 7.2 per cent. However, real wage growth remained negative and essential commodity prices stayed high.

The external sector presented a mixed picture. Export growth turned positive, improving from a negative 3.2 per cent to 3.5 per cent, while foreign-exchange reserves increased from $30.1 billion to $32.3 billion. However, remittance growth slowed from 21.4 per cent to 11.8 per cent, and average monthly overseas employment fell sharply from 95,521 to 51,235.

The trade deficit widened to $10.4 billion from $6.7 billion, while the current account swung from a $1.3-billion surplus to a $0.6-billion deficit. The overall balance-of-payments surplus also narrowed from $4.6 billion to $3.2 billion.

Industrial activity remained particularly weak. Growth in the general Index of Industrial Production fell from 3.4 per cent to zero, while manufacturing output growth also

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
25 AUG 2026

Dhaka, Delhi discuss reactivating land ports, easing yarn imports

FE REPORT

Bangladesh and India have discussed reopening closed border haats, making land ports fully operational and withdrawing the existing restriction on yarn import through land routes as part of efforts to deepen bilateral trade relations.

Both sides seek to remove trade bottlenecks and deepen economic cooperation

The issues were discussed at a meeting between Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir and Indian High Commissioner Dinesh Trivedi at the Secretariat on Monday.

After the meeting, the commerce minister told reporters that bilateral trade between Bangladesh and India stands at around $13 billion. However, commercial activities have slowed somewhat because of several obstacles that have emerged over the past one and a half years.

Discussions were held to identify these challenges and explore ways to make trade relations between the two countries smoother and more effective, he said.

The minister said India is Bangladesh's second-largest trading partner after China, noting that the two countries have maintained longstanding economic ties.

Muktadir also mentioned that proposals were made to form a joint taskforce and improve digital infrastructure to strengthen cooperation between businesses in the two countries. The initiatives are aimed at creating new investment opportunities, expanding business ties and accelerating trade.

SEE PAGE 7 COL 8

The minister expressed hope that Bangladesh-India relations would be further strengthened and economic cooperation would reach a new level.

The Indian high commissioner said people in both countries want development and progress despite differences in political and economic views. The two countries, he said, need to work together for the sake of the younger generation.

Economic cooperation is crucial to the development of both countries, Trivedi said, adding that cooperation across sectors would increase if economic relations were strengthened.

The envoy also stressed the importance of joint investment and production. He highlighted Bangladesh's globally successful readymade garment sector, saying India could support the industry by supplying inputs such as zippers, machinery and buttons.

Such cooperation, he said, would further deepen mutual interdependence between the two countries.

Trivedi said he felt proud to see garments carrying the "Made in Bangladesh" label in international markets. He added that Bangladesh's garment sector could expand further through greater joint ventures between the two countries.

rezamumu@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র

The Business Standard
25 AUG 2026

BEYOND RMG

Financing Bangladesh's next export champions

REYAD HOSSAIN

Bangladesh has the industries with the potential to diversify its exports. The bigger challenge is ensuring they have the right financing, policy support and business environment to scale up and compete in global markets

GRAPHICS: TBS

For decades, Bangladesh's export success has been synonymous with ready-made garments. The sector accounts for the lion's share of the country's merchandise exports and has built a globally competitive manufacturing ecosystem.

But as Bangladesh prepares to diversify its export basket and graduate from least developed country status, the country faces a critical question: can its financial sector provide the right kind of financing to turn promising non-RMG businesses, especially that have a great export potential?

The answer could determine whether Bangladesh's export diversification strategy remains largely a policy ambition—or becomes a broader industrial transformation.

Recognising the financing challenge, Bangladesh Bank introduced a Tk3,000 crore Export Diversification Refinance Scheme in early June 2026 to support export-oriented industries beyond garments.

Under the scheme, Bangladesh Bank will provide refinancing to participating financial institutions at 4% interest, while exporters will be able to access financing at a maximum rate of 7%. The revolving fund will be created from excess liquidity held by scheduled banks.

The initiative is significant because access to affordable finance has long been identified as one of the major constraints facing emerging export sectors.

The scheme targets industries identified as high-priority and special-development sectors under the Export Policy 2024–27. Priority is also being given to exporters using locally

But financing the next generation of exporters may require more than traditional working-capital and trade finance.

Businesses in sectors such as pharmaceuticals, light engineering, leather and agro-processing often need substantial investment in machinery, technology upgrades, quality-control facilities, certification and environmental compliance before they can compete in global markets.

Is access to finance remains a challenge?

Despite these initiatives, entrepreneurs have mixed views about access to bank financing. SME entrepreneurs, in particular, often face significant challenges in accessing finance.

Entrepreneurs say that financing is only one part of the problem. Other bottlenecks include taxes and tariffs, inadequate government policy support, disadvantages compared with competitors in customs and port infrastructure, and lengthy process in obtaining approvals from government agencies.

Together, these factors make it harder for businesses to scale up and compete internationally.

Entrepreneurs therefore argue that removing financing constraints alone will not be

development, international certification, energy efficiency, environmental compliance, quality improvement and market expansion.

The real test, therefore, is whether financial institutions can transform policy facilities such as the Export Diversification Refinance Scheme into financing that is accessible, timely and commercially viable for businesses outside garments.

Government looks beyond RMG

The government's next Five-Year Plan also signals a stronger push for export diversification, with special emphasis on 10 high-potential sectors beyond RMG.

Among the priority sectors are leather and footwear, pharmaceuticals, shipbuilding and light engineering, agro-processing and fisheries-based products, creative economy and blue economy industries.

The government also aims to increase foreign direct investment from 0.45% to 2.5% of GDP over the five-year period.

Key policy priorities include policy integration and predictability, tariff rationalisation and free-trade agreements following LDC graduation, improving the ease of doing business, fast-tracking administrative processes, and ex-

ensuring they have the right financing, policy support and business environment to scale up and compete in global markets

GRAPHICS: TBS

For decades, Bangladesh's export success has been synonymous with ready-made garments. The sector accounts for the lion's share of the country's merchandise exports and has built a globally competitive manufacturing ecosystem.

But as Bangladesh prepares to diversify its export basket and graduate from least developed country status, the country faces a critical question: can its financial sector provide the right kind of financing to turn promising non-RMG businesses, especially that have a great export potential?

The answer could determine whether Bangladesh's export diversification strategy remains largely a policy ambition—or becomes a broader industrial transformation.

Recognising the financing challenge, Bangladesh Bank introduced a Tk3,000 crore Export Diversification Refinance Scheme in early June 2026 to support export-oriented industries beyond garments.

Under the scheme, Bangladesh Bank will provide refinancing to participating financial institutions at 4% interest, while exporters will be able to access financing at a maximum rate of 7%. The revolving fund will be created from excess liquidity held by scheduled banks.

The initiative is significant because access to affordable finance has long been identified as one of the major constraints facing emerging export sectors.

The scheme targets industries identified as high-priority and special-development sectors under the Export Policy 2024–27. Priority is also being given to exporters using locally sourced raw materials, particularly in sectors such as leather and jute. Financing can be provided through term loans or investments in local currency.

A different financing need beyond garments

For banks, the initiative creates an opportunity to move beyond conventional trade finance for the RMG sector and develop expertise in financing pharmaceuticals, information technology, agro-processing, leather, light engineering and other high-potential industries.

Banks already play a crucial role in Bangladesh's export ecosystem through letters of credit, working-capital loans, import financing, and pre-shipment and post-shipment finance.

Bangladesh Bank has also extended its pre-shipment credit refinance scheme until December 2030. Such facilities are particularly important for smaller exporters that need financing months before receiving payment from overseas buyers.

Central Bank's Export Development Fund (EDF) allows authorised dealer banks to obtain dollar refinancing against foreign-currency loans extended to manufacturer-exporters for importing production inputs.

In July 2026, Bangladesh Bank issued a unified EDF master circular and allowed authorised dealer banks to finance eligible imports from their own foreign-currency resources using up to 50% of their NFCD balances. This could increase banks' ability to provide foreign-currency funding to export-oriented manufacturers.

But financing the next generation of exporters may require more than traditional working-capital and trade finance.

Businesses in sectors such as pharmaceuticals, light engineering, leather and agro-processing often need substantial investment in machinery, technology upgrades, quality-control facilities, certification and environmental compliance before they can compete in global markets.

Is access to finance remains a challenge?

Despite these initiatives, entrepreneurs have mixed views about access to bank financing. SME entrepreneurs, in particular, often face significant challenges in accessing finance.

Entrepreneurs say that financing is only one part of the problem. Other bottlenecks include taxes and tariffs, inadequate government policy support, disadvantages compared with competitors in customs and port infrastructure, and lengthy process in obtaining approvals from government agencies.

Together, these factors make it harder for businesses to scale up and compete internationally.

Entrepreneurs therefore argue that removing financing constraints alone will not be enough. The broader business environment also needs to become more predictable and competitive.

Banking sector stakeholders, however, have a different perspective.

They say businesses with sound Credit Information Bureau (CIB) records and adequate supporting documents should not face major difficulties in obtaining loans, even if they operate outside the garment sector or are relatively small enterprises.

A senior banker, speaking to The Business Standard on condition of anonymity, said, "If a business is performing well and has supporting documents, banks provide loans."

"But if the CIB report is not good, there is no scope for the bank to support that business," he said, adding, "Banks are not charitable organisations. Just as customers want to get money whenever they need it, banks also do not want to take risks by lending to businesses with a poor repayment record."

Financing alone cannot create export champions

The debate highlights a broader reality: cheap credit alone will not automatically create globally competitive exporters.

Banks and NBFIs will need to develop sector-specific expertise to assess businesses whose cash flows, collateral structures, production cycles and international markets can differ significantly from those of traditional garment exporters.

For entrepreneurs, financing is also needed for much more than day-to-day operations.

They need capital for technology, product development, international certification, energy efficiency, environmental compliance, quality improvement and market expansion.

The real test, therefore, is whether financial institutions can transform policy facilities such as the Export Diversification Refinance Scheme into financing that is accessible, timely and commercially viable for businesses outside garments.

Government looks beyond RMG

The government's next Five-Year Plan also signals a stronger push for export diversification, with special emphasis on 10 high-potential sectors beyond RMG.

Among the priority sectors are leather and footwear, pharmaceuticals, shipbuilding and light engineering, agro-processing and fisheries-based products, creative economy and blue economy industries.

The government also aims to increase foreign direct investment from 0.45% to 2.5% of GDP over the five-year period.

Key policy priorities include policy integration and predictability, tariff rationalisation and free-trade agreements following LDC graduation, improving the ease of doing business, fast-tracking administrative processes, and expediting company and business approvals.

These measures suggest that the government increasingly recognises that export diversification requires more than identifying promising sectors.

It requires an ecosystem in which businesses can obtain financing, import machinery and raw materials efficiently, secure regulatory approvals quickly, access infrastructure and compete in global markets.

The real test

Bangladesh has already demonstrated that it can build a globally competitive export industry. The success of RMG shows what can happen when entrepreneurs, workers, infrastructure, policy support and finance come together.

The challenge now is to replicate that success across a wider range of industries.

If banks and NBFIs can move beyond conventional trade finance and provide the right mix of working capital, foreign-currency finance, equipment finance and long-term investment, Bangladesh's export diversification strategy could move beyond policy documents and become a financing-led industrial transformation.

The next generation of export champions may not come from a single sector. They could emerge from pharmaceuticals, leather, agro-processing, ICT, light engineering, shipbuilding and other industries.

But for that to happen, Bangladesh's financial sector must be ready to finance their journey—from promising enterprises to globally competitive exporters.

The Daily Star
25 AUG 2026

Bangladesh, India discuss lifting yarn import curbs

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh and India discussed lifting Dhaka's restrictions on Indian yarn imports through land ports, alongside reopening closed border haats and bringing land ports into full operation as the two neighbouring countries seek to strengthen bilateral trade.

The issues came up at a meeting between Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir and Indian High Commissioner to Bangladesh Dinesh Trivedi at the Secretariat in Dhaka yesterday, according to a ministry statement.

Muktadir said bilateral trade currently stands at around $13 billion, but trade activities had slowed somewhat over the past one and a half years because of several obstacles.

Discussions were held on how to identify these problems and make trade relations between the two countries easier and more effective in the future, the statement said.

India is Bangladesh's second-largest trading partner after China, and the two countries have longstanding economic ties, said the commerce minister.

He said the meeting focused on making land ports fully operational, reopening closed border haats and withdrawing the existing restriction on yarn imports through land ports.

The two sides also discussed forming a joint task force and developing digital infrastructure to increase cooperation between businesses, create new investment opportunities and accelerate trade.

Muktadir expressed hope that the Indian high commissioner's initiatives would further strengthen Bangladesh-India relations and take economic cooperation to a new level.

Trivedi said that while the two countries have some political and economic differences, ordinary people want development and progress. Both countries, he added, must work together for the future of the younger generation.

"Bangladesh and India are two independent and sovereign countries. Neither is bigger or smaller; everyone is equal. The two countries must continue to work on the basis of this equality," he said.

He said economic cooperation is the most important factor in improving bilateral relations, adding that stronger economic ties would lead to greater cooperation in other areas.

READ MORE ON B3

Trivedi also stressed the importance of joint investment and production, pointing to the global success of Bangladesh's ready-made garment sector.

He said India can support the sector by supplying zippers, machinery, buttons and other inputs to increase mutual interdependence between the two countries.

The high commissioner said he feels proud to see garments bearing the "Made in Bangladesh" label in international markets.

The garment sector could expand further through joint initiatives between the two countries, he added.